যুগান্তর

সিন্ডিকেটের কবলে শিক্ষা খাত

মুশতাক আহমদ

বিভিন্ন দফতরে দুর্নীতিবাজরা দোর্দণ্ড প্রতাপে

সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়েছে শিক্ষা খাত। কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ওই সিন্ডিকেট বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদফতর, দফতর ও বোর্ড। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের প্রমোশন-পদায়ন থেকে শুরু করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও-টাইম স্কেল সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তদন্ত, উন্নয়ন কাজের টেন্ডার প্রদান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম তদারকি, পাঠ্যবই ছাপা ও এই কাজের কাগজ কেনাসহ বিভিন্ন কাজের পেছনে রয়েছে তাদের (সিন্ডিকেটের) থাবা। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের বিস্তারে মন্ত্রীর এপিএস মন্মথরঞ্জন বাড়ৈ অন্যতম। তার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে নালিশের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে ভুক্তভোগীদের একজন শিক্ষাক্ষেত্রের ১৫ সদস্যের একটি সিন্ডিকেটের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ দেন। জানা গেছে, এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সেই তদন্তও হিমাগারে চলে গেছে। বস্তুত বাইরে এমনই আরও অনেক ঘটনা ও অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তার ফলোআপ করতেও দেখা যায়নি। বরং ওই সিন্ডিকেটের সদস্যরা বহাল তবিয়তে দোর্দণ্ড প্রতাপে রয়েছে। এর বাইরে দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রশ্রয়, লালন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া এমনকি স্বয়ং মন্ত্রী ব্যক্তিবিশেষকে দুর্নীতিবাজ বলে চিহ্নিত করার পরও সংশ্লিষ্ট

খাত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

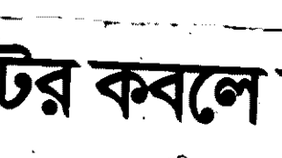

তারিখ 16 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৭

খাত : সিন্ডিকেটের কবলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তার বহাল তবিয়তে থাকার মতো ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বর্তমান সরকারের যাত্রা শুরু হয় ২০০৯ সালে পাঠ্যপুস্তক সংকটের মধ্য দিয়ে। প্রকাশকরা সরকারকে জিম্মি করে ফেলে। অনেকে সরকারি কাগজ কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। সাধারণ কাগজে বই ছেপে বাজারে ছাড়ে। এই অভিযোগ সবচেয়ে বেশি ছিল সরকার গ্রুপের হাসান বুক ডিপোসহ তাদের কয়েকটি অঙ্গ সংস্থার বিরুদ্ধে। এমনকি তারা বঙ্গবন্ধুর নামে রচিত কবিতা বাদ দিয়ে বই সরবরাহ করে। এনিয়ে টাস্কফোর্স গঠনসহ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে পরের সব কাজেই ওই প্রতিষ্ঠানটি অংশ নিয়েছে। এমনকি সহায়ক পাঠ্যবই অনুমোদনের পেছনেও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির জয়জয়কার। এর পেছনে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যানসহ শীর্ষ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার ওই প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে গভীর সখ্যতার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে শাস্তির পরিবর্তে বারবার পুরস্কৃত করা হচ্ছে তাদের। সূত্র জানায়, এনসিটিবির ওই দু'টি বাক্সা এর বাইরে মূল পাঠ্যবই ছাপার আগেই পাণ্ডুলিপি ও পজেটিভ নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের কাছে পাচার করে দিয়ে আসছে। এছাড়া সহায়ক পাঠ্যবইয়ের ব্যবসা জিইয়ে রাখা, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তনের আড়ালে মূলবইয়ে পর্যাপ্ত অনুশীলনী না দিয়ে নোট-গাইড ব্যবসা জমজমাট করা, কাগজ কেনার নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা লোপাটে সহায়তা করে আসছে। এ নিয়ে তোলপাড়ের পরও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি ভোট সরকার স্থগিত করে যায় যা প্রায় ৬ বছর ছিল। ২০১০ সালে মোট ১ হাজার ৬১২টি প্রতিষ্ঠান (পরেও অনানুষ্ঠানিকভাবে আরও কয়েকটি বেড়ে যায়) এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু সেই তালিকা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এরপর আবার এমপিওপ্রাপ্ত ওইসব প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি হতে শিক্ষাভবনে হয়রানির শেষ ছিল না। এ নিয়ে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও ওঠে। কিন্তু তা বন্ধ করা যায়নি। অভিযোগ রয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) এছাড়াও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের টাইম স্কেল, পদায়ন, বদলিসহ বিভিন্ন কাজে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট হরদম দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। নানা অভিযোগের জবাবে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায় থেকে হাতেনাতে প্রমাণের অভাবে অ্যাকশন নিতে না পারার কথা বলে আসছে। এরই মধ্যে ৩ জানুয়ারি মাউশির পরিচালক আবুল কাশেম মিয়ার হাতে এক নারী কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হন। ওই ঘটনায় তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কিন্তু তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করে ঘটনা আড়ালের অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিগত বিএনপির আমলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) চাকরিকারী ওই পরিচালক এর আগে এনসিটিবিতে কর্মরত ছিলেন। সে সময়ে প্রকাশকদের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার দুর্নীতি-অনিয়ম তদন্তকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ)। ওই প্রতিষ্ঠানের স্বয়ং প্রধান বা পরিচালক এবং যুগ্ম পরিচালকসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাদের পদবি সরেজমিন তদন্তকে উৎসাহিত না করলেও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে বেশি আগ্রহী বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। আবার এতকিছুর পরও তারা যে তদন্ত করে তা ত্রিপক্ষীয় সভা ছাড়াই রহস্যজনক কারণে মন্ত্রণালয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বিশেষ করে আর্থিক দুর্নীতি থেকে মুক্তি দেয়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ। এর পেছনে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে। তারা পরিপত্র জারি করে ডিআইএ'র তদন্তের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের অনাস্থার কথা পর্যন্ত বলেছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, ডিআইএ'র তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, ওই সংস্থাটি রাখার প্রয়োজনীয়তা কোথায় বা তারা তদন্তই কেন করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ করে থাকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি)। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি আর অযোগ্যতার বিষয়টি 'টপ সিক্রেট' বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রী দু'জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তাদের একজনকে বদলিও করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সামসুল হুদা নামে অনেক নির্বাহী প্রকৌশলী এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন। জানা গেছে, এর বাইরে ইইডিতে টেন্ডারবাজ একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও মন্ত্রণালয় অনেকটা দোটানায়! ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বর আইন না মানা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের অধীনে যেতে মন্ত্রী স্বয়ং সংবাদ সম্মেলন করে আলটিমেটাম দেন। সেই আলটিমেটাম গত বছরের সেপ্টেম্বরে শেষ হয়। কিন্তু এ নিয়ে বিগত চার মাসেও কোন বৈঠক করা হয়নি। বরং আলটিমেটাম নিয়ে রহস্যজনক কারণে নতুন করে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। এর আড়ালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যবসার অবাধ সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। ফলে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবসা এখন জমজমাট। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ফলোআপ মিটিং না করা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মুখরোচক নানা গল্পও রয়েছে। নতুন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদনের ব্যাপারেও পদক্ষেপ ধীরগতির। সংশ্লিষ্টরা জানান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসির অনিয়ম-দুর্নীতি আর চারিত্রিক ঘটনা সিনেমা ও কল্পনা কাহিনীকেও হার মানায় বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তও করেছে। এ রকম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে দুদক তদন্ত করছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ, আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা, অবৈধ শাখা খোলাসহ নানা ধরনের অভিযোগ প্রতিনিয়ত মন্ত্রণালয়ে জমা পড়ছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে তা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : মাউশির বিভিন্ন কর্মকর্তার দুর্নীতির ব্যাপারে সম্প্রতি এর মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশিদ বলেন, তিনি কাজে যোগদানের পর কাউকে নিয়ে আসেননি কোন পদে। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যোগদান করেছে। অনেককে এসে তিনি পেয়েছেন। তাই অনেক কিছুই তার করার নেই। তবে আগের চেয়ে মাউশিতে দুর্নীতি-অনিয়ম অনেক কমেছে বলে তিনি দাবি করেন।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন সম্প্রতি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যাপারে কেউ কোন অন্যায়ের প্রমাণ দিতে পারবে না। অবৈধ নোট-গাইড, সহায়ক পাঠ্যবই ব্যবসা, গাইডে সরকারি মূল পাঠ্যবই জুড়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে তিনি নানা সময়ে প্রভাবশালীদের ব্যাপক চাপের মুখে রয়েছেন। অনেক ব্যাপারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু তা তিনি পান না।

এনসিটিবির বই নিয়ে নানা ঘটনায় অভিযুক্ত সরকার গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলেন, বিভিন্ন সময়ে ভুল হয়েছে বলেই তাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারও তারা প্রাথমিকের কাজ পেয়েছেন। তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। তাই তাদের নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নামে লেখা কবিতা বাদ দিয়ে বই ছাপানো প্রসঙ্গে বলেন, ছাপা ও বাঁধাইয়ের সমস্যার কারণে ওই রকম হয়েছে। ওই কাজ তারা নিজেরা করেন না। কর্মচারীরা করায় এমন ভুল হতেই পারে।

ডিআইএ পরিচালক বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরিচালক হিসেবে তিনি যে ক'টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন, বছরে তাও তিনি করেন না। তবে সদ্য বদলি করে দেয়া যুগ্ম-পরিচালক ইকরামুল হক পরিদর্শনে যেতেন। তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজ পরিদর্শকরা চলে যাক, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও তা চান। বলেন, ডিআইএ'র পাঠানো রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে আটকে যায়। তবে যে কর্মকর্তা এ কাজ করতেন তাকে বদলি করা হয়েছে।

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস মন্মথরঞ্জন বাড়ৈ প্রথমে কোন কথা বলতে রাজি হননি। পরে বলেন, এ ব্যাপারে তিনি টেলিফোনে কোন কথা বলবেন না। সরাসরি কথা বলার জন্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি। আর ইইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সামসুল হুদা সম্প্রতি বলেন, তাকে প্রকাশ্য সভায় মন্ত্রী যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, তা পরে মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি পরে মন্ত্রী বুঝতে পারায় তাকে বদলি হতে হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাজবিচ্ছিন্ন কোন স্থান নয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ৭-৮ ঘণ্টা কর্মস্থলে থাকে। বের হওয়ার পর তারা বৃহত্তর সমাজে মিশে যায়। তাই তাদের মধ্যে যারা চিহ্নিত তাদের হয়তো রাতারাতি দুর্নীতিমুক্ত করা যায়নি, কিন্তু ভাবমূর্তির পরিবর্তন হয়েছে: শিক্ষাভবনকে তিনবছরের মধ্যে তাদের ভাবমূর্তির পরিবর্তন আনতে বলেছি। ডিআইএ থেকে অভিযুক্ত অনেককে বদলি করা হয়েছে। আর ডিআইএর রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে যে অভিযোগ রয়েছে, সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একজনকে বদলি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি কমেছে। বিষয়টি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআইবি) রিপোর্টেও প্রমাণিত। তিনি বলেন, তিনি এতেও সন্তুষ্ট নন। স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন চান তিনি।